

ভবিষ্য পরিকল্পনাঃ

জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গবাদিপশু ও হাঁসমুরগির উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৬৬% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৩.২১%(বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬)। মোট কৃষির জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৪.২১%(প্রাক্কলিত)। তাছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৩২.৯১০ কোটি টাকা (প্রাক্কলিত) যা বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ৩০২৩ কোটি টাকা বেশী (বিবিএস, ২০১৫-১৬)। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদিত কাঁচা ও প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৪৩১৭.৮৬ কোটি টাকা (ইপিবি, ২০১৪-১৫)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বিগত তিন বছরে যথাক্রমে ৩৬.১১%, ১৯.৪৬%, ও ১৭.১৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে মাংস, দুধ ও ডিমের জনপ্রতি প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১০৬.২১ গ্রাম/দিন, ১২৫.৫৯ মিলি/দিন ও ৭৫.০৬ টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে যা দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই প্রেক্ষাপটে বিগত তিন বছরে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

উৎপাদিত পণ্য	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
মাংস (লক্ষ মেট্রিক টন)	২.২৭	২.১১	২.৭৭
দুধ (লক্ষ মেট্রিক টন)	৫.০৯	৫.৯৩	৬.২০
ডিম (কোটি)	২০.৮৯	২৩.৯২	২৩.১০

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

গবাদিপশুর গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যের অপ্রতুলতা, রোগের প্রাদূর্ভাব, সৃষ্ঠ সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার অভাব, প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব, সচেতনতার অভাব, প্রাণোদনামূলক উদ্যোগের অভাব, উৎপাদন সামগ্রীর উচ্চমূল্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, সীমিত জনবল ইত্যাদি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

ভিশন ২০২১ অনুযায়ী জনপ্রতি দুধ, মাংস ও ডিমের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১০৫০ মিলি/দিন, ১১০ গ্রাম/দিন ও ১০৪টি/বছর পূরণের জন্যে জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গবাদিপশু ও পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার গুণগত মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন। দুগ্ধ ও মাংসল জাতের গরু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে গরু-মহিষের জাত উন্নয়ন এবং অধিক মাংস উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ব্রাহ্মা গরুর জাত সংযোজন। পশু খাদ্যের সরবরাহ বাড়াতে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলণ ও পশু খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন। তাছাড়া প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের নিরাপত্তা বিধান, আপামর জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কাজিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রধান সম্ভাব্য অর্জনসমূহ :

- * গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধ, মাংস এবং ডিমের উৎপাদন যথাক্রমে ২.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন, ১.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ৩১.০০ কোটিতে উন্নত করা ;
- * রোগ প্রতিরোধে ০.৫৬৩০ কোটি গবাদিপশু-পাখি কে টিকা প্রদান;
- * প্রায় ১৫.০ লক্ষ রোগাক্রান্ত গবাদিপশু ও ১১৫.০০ লক্ষ হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান;
- * গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে দেশব্যাপি প্রায় ৭.২৭ লক্ষ গাভী কে কৃত্রিম প্রজনন করা ;
- * গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২৫০০ উঠান বৈঠক পরিচালনা করা ;